মূড়ি ধান (Ratoon Rice)

ড. মোঃ শাহজাহান কবীর[১], ড. মোঃ আনছার আলী[২] এবং ড. ভাগ্য রানী বণিক[৩]
[১]পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা)
[২]পরিচালক (গবেষণা) এবং
[৩]মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ভূমিকা

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- অকাল বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও শৈত্য প্রবাহের কারণে ধানের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরণে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির বিকল্প নেই। ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির একটি উপায় হিসেবে মূড়ি ধান চাষের উপর গুরুত্ব দেয়া জরুরি। কারণ খাদ্য নিরাপত্তায় মূড়ি ধান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বোরো-পতিত-রোপা আমন শস্য বিন্যাসে এই মূড়ি ধান চাষ করে মূল ফসলের প্রায় ৫০%পর্যন্ত ফলন পাওয়া সম্ভব।

বোরো মওসুমের আগাম জাতে জমির মূল ধান কর্তনের পর ধান গাছের নাড়া থেকে নতুন কুশি জন্মায়। এই কুশি থেকে আমরা যে ধান পাই তাকেই মূড়ি ধান বলে। আগাম জাত মূড়ি ধান চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। মূড়ি ধান উৎপাদন নতুন কোন ধারণা নয়। আবহমান কাল থেকে আমাদের দেশের মধ্যম উঁচু অঞ্চলের কৃষকরা জমিতে মূড়ি/নাড়া রেখে ধান উৎপাদন করতো। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, ব্রাজিল, থাইল্যান্ড ও জাপানসহ বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতির ব্যবহার রয়েছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮৭ সাল থেকে মূড়ি ধানের উপর গবেষণা শুরু করে। মাঠ পরীক্ষণে দেখা গেছে বিআর১৭ জাত চাষ করে মূল ফসলে ০.৮০ টন/ বিঘা এবং মূড়ি ধান থেকে ০.২০ টন/বিঘা ফলন পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে মূড়ি ধান উৎপাদনের জন্য জমিতে মূল ফসল কর্তনের ২০ দিন আগে বিঘা প্রতি ৫ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া, ২০০৪-২০০৫ এবং ২০০৫-২০০৬ সালে ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৭ এবং ব্রি ধান৩৮ এ মূড়ি চাষ করে দেখা গেছে, ব্রি ধান৩৮ এ হেক্টর প্রতি সর্বোচ্চ ২.২১টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

গত বোরো মওসুমে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায় মূড়ি ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি এবং ফলন পর্যবেক্ষণ করে বিআর২৬ এবং ব্রি ধান২৮ এ মূড়ি ধানের ভাল ফলন পাওয়া গেছে। যেসব কৃষক বোরো ধান ১২-১৮ ইঞ্চি নাড়া রেখে কেটেছেন তাঁদের জমিতে মূড়ি ধানের ফলন ভাল হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি মূড়ি ধানের ফলন পেয়েছেন ১-১.৫ টন। কিছু কিছু কৃষক মূড়ি ধানের জন্য কীটনাশক ব্যবহার করেছেন এবং আগে থেকেই গরু, ছাগল ইত্যাদির অনিষ্ট হতে মূড়ি সংরক্ষণ করেছেন। বর্তমান বাজার দরে মূড়ি ধান মাড়াই, ঝাড়াই ও শুকানো বাবদ আনুমানিক খরচ একর প্রতি ৪০০০-৫০০০ টাকা এবং উৎপাদিত ধানের মূল্য প্রতি একরে ৮০০০-১০০০০ টাকা যা বেশ লাভজনক।

চাষ পদ্ধতি

- বোরো মওসুমের আগাম জাত বিআর২৬ ও ব্রি ধান২৮ মূড়ি ধান উৎপাদনের জন্য উপযোগী। এই পদ্ধতিতে ভালো ফলন পাওয়ার জন্য এই জাতগুলোর পাকা ধান কান্ড সবুজ থাকা অবস্থায় কাটতে হবে।

- ❖ সাধারণতঃ বোরো মওসুমে মধ্যম উঁচু জমিতে মূড়ি ধান চাষ করা যায়।
- ❖ মূড়ি ধান চাষের জন্য মূল ফসল কর্তনের সময় গাছের গোড়া থেকে ২০-৩৫ সে.মি. নাড়া বা ২-৩টি নোড রেখে ফসল কর্তন করতে হবে।
- ❖ মূল ফসল কর্তনের ৫-৭ দিন পর বিঘা প্রতি ৫ কেজি ইউরিয়া ও ৫ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করলে বিঘা প্রতি ৫-৬ মন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।
- ❖ বোরো-পতিত-রোপা আমন এই শস্য বিন্যাস মূড়ি ধান চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।
- ❖ মূড়ি ধান চাষে মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি থাকতে হবে যেন নাড়া থেকে কুশি জন্মাতে পারে এবং নতুন কুশি মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান আহরণ করতে পারে ।
- ❖ মূড়ি ধান চাষের জন্য এমন জাতের ধান নির্বাচন করতে হবে যার কুশি উৎপাদন ক্ষমতা বেশী এবং বাতাসে সহজে ঢলে পড়ে না।
- ❖ মূড়ি ধানে রোগ-বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হলে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং প্রয়োজনে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

মূড়ি ধান চাষের সুবিধা

- ❖ এই পদ্ধতিতে একবার জমি চাষ করেই দু'বার ফসল পাওয়া যায় এবং ফলন মূল ফসলের প্রায় ৫০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে।
- ❖ এই পদ্ধতিতে বীজ ধান, বীজতলা ও জমি তৈরী ও রোপন খরচ লাগেনা বিধায় এটি ব্যয় সাশ্রয়ী প্রযুক্তি।
- ❖ মূল ফসলের চেয়ে মূড়ি ধান পাকতে ৬৫ভাগ কম সময় লাগে।
- ❖ মূড়ি ধানের জন্য জমি তৈরী ও চারা রোপন করতে হয় না এবং সেচ, সার ও শ্রমিক খরচ ৫০-৬০ ভাগ কম লাগে।
- ❖ একবার চাষ করে একই জমি থেকে দু'বার ফলন পাওয়ায় শস্য চাষের নিবিড়তাও বৃদ্ধি পায়।

মূড়ি ধান চাষে সতর্কতা

- ❖ মূড়ি ধান পোকামাকড়ের আশ্রয়স্থল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিধায় পরবর্তী মৌসুমে পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব বাড়তে পারে । এক্ষেত্রে ক্লোরপাইরিফস (২০ তরল) এবং ফেনিট্রোথিয়ন (৫০ তরল) হেক্টর প্রতি ১ লিটার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে।
- ❖ মূড়ি ধান চাষের সফলতা মূল ফসলের আন্তঃপরিচর্যার ওপর নির্ভর করে।
- ❖ মূড়ি ধান চাষে পরবর্তী মৌসুমের জমি তৈরী ও ফসল চাষে দেরী হতে পারে সেক্ষেত্রে আগাম জাত নির্বাচন মূড়ি ধান ফসলের জন্য ভাল।
- ❖ মূড়ি ধান চাষের সময় জমিতে ১-১.৫ ইঞ্চি পানি রাখলে ফলন ভাল হয়।